কালের কণ্ঠ

তারিখ 3 MAR 2015
পৃষ্ঠা ২০ কলাম ৩

৫ দিনের পড়ালেখা দুই দিনে!

শরীফুল আলম সুমন ▷

ইংলিশ মিডিয়াম স্কুল

- শুধু শুক্র-শনিবার ক্লাস চলে, বাকি পাঁচ দিন ভরসা অনলাইন
- কর্তৃপক্ষ বলছে, অবরোধ হরতালে নিরাপত্তার কথা বিবেচনা করে এভাবে চালানো হচ্ছে

স্বাভাবিক সময়ে সপ্তাহে পাঁচ দিন খোলা থাকে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান। শুক্র ও শনিবার থাকে বন্ধ। কিন্তু চলমান অবরোধ-হরতালে এখন উল্টো নিয়মে চলছে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলো। ছুটির দুই দিন ক্লাস, বাকি পাঁচ দিনই বন্ধ। এক মাসেরও বেশি সময় ধরে বেশির ভাগ ইংলিশ মিডিয়াম স্কুল এভাবেই চলছে। তার আগের দেড় মাস শীতকালীন ছুটি ও অবরোধের কারণে পুরোপুরিই বন্ধ ছিল ইংলিশ মিডিয়াম স্কুল। এখন শিক্ষার্থী, শিক্ষক ও অভিভাবকরা বলছেন, পাঁচ দিনের পড়ালেখা দুই দিনে করা সম্ভব নয়। এমনকি এ তিন মাস ক্লাস না হওয়ায় অনেক স্কুলেই চলতি মাসের কোয়ার্টারলি প্রগ্রেসিভ পরীক্ষা নিয়েও অনিশ্চয়তা দেখা দিয়েছে।

তবে বেশ কিছু ইংলিশ মিডিয়াম স্কুল ক্ষতি পুষিয়ে নিতে শিক্ষার্থীদের জন্য অনলাইনে পড়ালেখার ব্যবস্থা করেছে। ওয়েবসাইটে হোমওয়ার্ক দেওয়া থাকে। তা পড়ে শুক্র ও শনিবার স্কুলে যেতে হয়। কিন্তু অভিভাবকরা বলছেন, স্কুলে বাচ্চারা কিছু বুঝতে না পারলে শিক্ষকরা সেটা বুঝিয়ে দেন। কিন্তু বাসায় আটকে গেলে সমাধানের আর উপায় থাকে না। ফলে পড়া শেষ না করেই শুক্রবার স্কুলে যেতে হয়। আর পড়ালেখা না থাকায় শিশুরা টেলিভিশনের প্রতিও বেশি আসক্ত হয়ে পড়ছে। লেখাপড়ায় আগ্রহ দিন দিন হারিয়ে ফেলছে। আগে ছুটির দিনগুলোতে বাচ্চারা একটু ঘুরতে বের হতো। দুই মাস ধরে তা-ও বন্ধ। এখন সপ্তাহে সাত দিনই ওদের পড়ালেখার পেছনে থাকতে হচ্ছে। এতে আমরাও বিশ্রাম পাচ্ছি না, বাচ্চারাও স্বস্তিতে পড়ালেখা করতে পারছে না। এর চেয়ে বরং হরতালেও স্কুল খুলে দেওয়াই ভালো।

তবে অভিভাবকরা অতিষ্ঠ হয়ে হরতালের মধ্যে স্কুল

▶▶ পৃষ্ঠা ৮ ক. ৬

৫ দিনের পড়ালেখা দুই দিনে!

▶▶ শেষ পৃষ্ঠার পর

খোলা রাখার পক্ষে মত দিলেও নিরাপত্তার কথা বিবেচনায় স্কুল কর্তৃপক্ষ হরতালে স্কুল খোলা রাখতে নারাজ। আবার উড়োচিঠি বা দু-একটি স্কুলের সামনে ককটেল বিস্ফোরণও তাঁদের ভাবিয়ে তুলছে।

নাম প্রকাশ না করে ম্যাপল লীফ ইন্টারন্যাশনাল স্কুলের এক শিক্ষার্থীর অভিভাবক বলেন, 'শুধু শুক্র-শনিবার ক্লাস হচ্ছে। এখন সেকেন্ড মান্থলি পরীক্ষা শেষ হয়ে যাওয়ার কথা। কিন্তু কবে এই পরীক্ষা নেওয়া হবে, সে ব্যাপারে কিছুই জানানো হয়নি। আর ক্লাসের পড়া বাড়িতে হয় না। এভাবে চললে তো স্কুলেরই প্রয়োজন হতো না। আর ছুটির দিনে বাচ্চারাও ক্লাসে যেতে আগ্রহী হয় না। এভাবে আর কত দিন স্কুল বন্ধ থাকবে? এখন স্কুল কিভাবে খোলা যায়, সেটাই ভেবে দেখা উচিত।'

কর্তৃপক্ষ শিক্ষার্থীদের ক্ষতি কিছুটা পোষাতে অনলাইনে চালু করেছে লেখাপড়া। রাজধানীর গ্রীন হেরাল্ড ইন্টারন্যাশনাল স্কুলের ওয়েবসাইটে ঢুকে দেখা যায়, স্টুডেন্ট অ্যাফেয়ার্স অপশনের ভেতর হোম টাস্ক (বাড়ির কাজ) নামের একটি লিংক রয়েছে। সেখানে প্রথম থেকে দ্বাদশ শ্রেণি পর্যন্ত হোম টাস্ক দেওয়া রয়েছে। দু-এক দিন পর পর নতুন নতুন হোম টাস্ক দেওয়া হয়। সেটা পড়েই শুক্র-শনিবার শিক্ষার্থীদের ক্লাসে যেতে হচ্ছে। অক্সফোর্ড ইন্টারন্যাশনাল স্কুলের ওয়েবসাইটে ঢুকেও দেখা যায়, উইকলি লেসন নামের একটি লিংক আছে। সেখানে সব সেকশনের জন্য পৃথকভাবে লেসন দেওয়া হয়েছে। সপ্তাহে সব ক্লাসের জন্য দুটি লেসন দেওয়া হয়। সেগুলো পড়েই সপ্তাহান্তে যেতে হয় স্কুলে। তবে এই স্কুলে এখন শুক্র-শনিবার ক্লাসের পাশাপাশি পরীক্ষা চলছে। ফলে পড়ালেখা মূলত বাসায়ই করতে হচ্ছে।

অক্সফোর্ড ইন্টারন্যাশনাল স্কুলের গুলশান শাখার ভাইস প্রিন্সিপাল কাজী নাসরিন সিদ্দিকা কালের কণ্ঠকে বলেন, 'পড়ালেখার রিদম পুরোপুরিই নষ্ট হয়ে গেছে। দুই দিনে তো পাঁচ দিনের পড়ালেখা করানো সম্ভব নয়। আমাদের স্কুলের শিক্ষার্থীরা তো সবাই শিশু। সপ্তাহের পুরো পড়াটাই আসলে দুই দিনে গেলানো হচ্ছে। আবার ছুটির ওই দুই দিনে তাদের পরীক্ষাও নেওয়া হচ্ছে। আর বাচ্চাদের কাছে স্কুলে আসাটাই আনন্দের, বরং না আসাটাই বোরিং। সব রুটিনই এলোমেলো হয়ে গেছে। কিন্তু এত কিছুর পরও আমরা কর্মদিবসে স্কুল খুলতে পারছি না। এত বাচ্চা একসঙ্গে স্কুলে এলে যদি কোনো অঘটন ঘটে, এর দায়িত্ব কে নেবে?'

ইউরোপীয় স্ট্যান্ডার্ড স্কুলের স্ট্যান্ডার্ড টুতে পড়ে অহনাজ অদি এবং স্ট্যান্ডার্ড এইটে পড়ে আরহাম ছাদাফ অর্পণ। ওদের মা অ্যাডভোকেট আমিনা রত্না কালের কণ্ঠকে বলেন, '৭ ডিসেম্বর থেকে এক মাসের শীতকালীন ছুটি ছিল। এরপর আর স্কুল খোলেনি। এখন শুধু শুক্র-শনিবার ক্লাস হচ্ছে। কিন্তু এভাবে কি পড়ালেখা হয়? পাঁচ দিনের পড়ালেখা কোনোভাবেই দুই দিনে করানো সম্ভব নয়। অথচ আর কয়েক দিন পরই পরীক্ষা। বাচ্চারা পড়ালেখাই শেষ করতে পারেনি, খাতায় কী লিখবে? এভাবে অনন্তকাল হরতাল-অবরোধ চললে অনন্তকালই স্কুল বন্ধ থাকবে কি না, সেটাই এখন ভাবার সময় এসেছে।'

এই স্কুলের ভাইস প্রিন্সিপাল মাহিনু আহাদ জানান, শুক্র ও শনিবার ক্লাস হচ্ছে। এর বাইরে কিছু বলতে চাননি তিনি।

ঢাকার বাইরের ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলগুলোরও একই অবস্থা। রাজশাহীর ব্লু-বেল ইন্টারন্যাশনাল স্কুলের শিক্ষক মিজানুর রহমান কালের কণ্ঠকে বলেন, 'দুই দিনে তেমন এগোনো যাচ্ছে না। কিন্তু কী করব, নিরাপত্তার কারণে স্কুল বন্ধ রাখা হয়েছে। হরতালে বন্ধ রাখার জন্য আমাদের এলাকার একটি স্কুলে উড়োচিঠিও দেওয়া হয়েছে। তার প্রভাব আমাদের স্কুলেও পড়ছে। জুনে 'ও' এবং 'এ' লেভেল পরীক্ষা। তাই এ শিক্ষার্থীদের ব্যাপারেই বেশি নজর দেওয়া হচ্ছে। অন্যান্য ক্লাসে যেহেতু ঠিকমতো পড়ালেখাই করানো যাচ্ছে না, তাই ক্লাস টেস্টগুলোও নেওয়া সম্ভব হচ্ছে না। আর মার্চের শেষে কোয়ার্টারলি প্রগ্রেসিভ পরীক্ষা হওয়ার কথা। কিন্তু কর্তৃপক্ষ এই পরীক্ষা নেবে কি না, সেটা নিয়েও দ্বিধাদ্বন্দ্বে ভুগছে।